দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 26 NOV 2007 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ... ২ ...

ভারপ্রাপ্তদের ভারে ঢাবি ভারাক্রান্ত

শাহজাহান তত ঃ ভারপ্রাপ্তদের ভারে ভারাক্রান্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে দীর্ঘদিন ধরে দায়িত্ব পালন করছেন ভারপ্রাপ্তরা। বর্তমানে তিনটি অনুষদের ডীন ছাড়াও রেজিষ্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, প্রধান লাইব্রেরীয়ান, কয়েকটি হলের প্রভোস্টসহ বেশ কিছু পদে ভারপ্রাপ্তরা দায়িত্ব পালন করছেন। ভারপ্রাপ্তদের সংখ্যা বেশী হওয়ায় চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে। নানাবিধ দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ছাত্র বিক্ষোভে মদদ দেয়ার অভিযোগে বর্তমানে তিনজন ডীন কারাগারে রয়েছেন। নিয়মিত ডীন প্রফেসর ড. সদরুল আমিন কারাবন্দী থাকায় তার অনুপস্থিতিতে কলা অনুষদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে দর্শন বিভাগের প্রফেসর ড. আমিনুল ইসলামকে। সম্প্রতি চোখের চিকিৎসার জন্য তিনি আমেরিকায় অবস্থান করছেন। তার অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করছেন বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর কাজী নূরুল ইসলাম। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. হারুন অর রশিদ কারাগারে থাকায় উক্ত অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডীনের দায়িত্ব পালন করছেন সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। জীববিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. আনোয়ার হোসেনও কারাগারে রয়েছেন। তার অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত ডীনের দায়িত্ব পালন করছেন প্রফেসর ড. ইমতিয়াজ মাহমুদ। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডীন প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, চলতি শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তিনটি অনুষদের ডীন কারাগারে। এ ক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্তরা কাজ করছে। আসলে ভারপ্রাপ্তদের দ্বারা কোনো কাজই পুরোপুরি সম্পন্ন হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে ভারপ্রাপ্তের ঘনঘটা। গুরুত্বপূর্ণ তিনটি পদ দীর্ঘদিন ধরেই চলছে ভারপ্রাপ্তদের দিয়ে। সাবেক রেজিষ্ট্রার আনোয়ার হোসাইন দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন ভারপ্রাপ্ত হিসেবে। এলপিআর (অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি)-এ যাওয়ার একদিন আগে তাকে স্থায়ী রেজিষ্ট্রার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। আনোয়ার হোসেন এলপিআর-এ যাওয়ার পর গত ৩০ জুন সৈয়দ রেজাউর রহমানকে ভারপ্রাপ্ত রেজিষ্ট্রার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আব্দুল লতিফের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এক বছর এলপিআর-এ থাকার পর তাকে আবার দুই বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়। তার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বাহলুল হক চৌধুরীকে ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। গত ডিসেম্বর থেকে তিনি ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব পালন করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর প্রধান দু'টি পদে দায়িত্ব পালন করছেন ভারপ্রাপ্তরা। ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক হিসেবে খন্দকার ফজলুর রহমান এবং সৈয়দা ফরিদা পারভীন দায়িত্ব পালন করছেন বছরেরও বেশী সময় ধরে। এছাড়া প্রফেসর হামিদা আখতার বেগম ছাত্র-নির্দেশনা ও পরামর্শদান দফতরের দায়িত্ব পালন করছেন ভারপ্রাপ্ত হিসেবে। ভারপ্রাপ্তের দায়িত্ব পালন করছেন হিসাব পরিচালক মুহাম্মদ শাহজাহান আলী শেখ। ভারপ্রাপ্ত হিসেবে প্রকাশনা সংস্থার পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন প্রফেসর আহমদ কবির।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি হলের প্রভোস্টের মেয়াদ শেষ হয়েছে বেশ কিছুদিন আগে। জসীম উদ্দীন হলে ভারপ্রাপ্ত প্রভোস্টের দায়িত্ব পালন করছেন ড. নাসির উদ্দিন মুন্সী। সম্প্রতি এফ রহমান, অমর একুশে হলের প্রভোস্টের মেয়াদ শেষ হয়েছে। এসব হলেও কাজ ভারপ্রাপ্তদের দিয়ে কোনোরকমে চালানো হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ এসব পদে ভারপ্রাপ্তদের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে ভিসি প্রফেসর ড. এস এম এ ফায়েজ বলেন, 'কোনো কর্মকর্তার মেয়াদ শেষ হলে সাধারণত তিনি এলপিআর-এ যান। এলপিআর-এর মেয়াদ এক বছর হয়ে গেলে নতুনভাবে একজনকে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দেয়া যায়।' যদিও বিভিন্ন পদে বছরের পর বছর ভারপ্রাপ্তদের দিয়ে চালানো হচ্ছে। ভারপ্রাপ্তদের দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হওয়ায় নানা সমস্যায় পড়ছেন শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ও লোক প্রশাসন বিভাগের প্রফেসর এম আসাদুজ্জামান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো ঠিক না থাকলে কোনো কাজই নিয়ম অনুযায়ী সম্পন্ন হয় না। ভারপ্রাপ্তদের নিয়ম-কানুন বুঝতেই অনেক সময় চলে যায়। এ ক্ষেত্রে নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়। তারা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।